দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ AUG 6 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

37

ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গনে এখন মহাদুর্দিন—২

এতদিনের চলে আসা ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষীণ ধারাটিকেও রুদ্ধ করে দেয়া হচ্ছে

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ সরকারের তুমুল প্রচারণার সাথে বাস্তবের কোন মিল নেই। সরকার বলছে, মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করা হয়নি; বরং মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে আগের চেয়ে বরাদ্দ দ্বিগুণ করা হয়েছে। অথচ একটি মহল মাদ্রাসা শিক্ষা সংকুচিত করা হচ্ছে এবং অনেকগুলো মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে। বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে সরকারের এসব প্রচারণার স্বার্থে বাস্তবের কোন মিল সাধারণ চোখে ও নজরে পড়ে না। আর যদি সরকারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার বিচার-বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে, সরকারের এসব প্রচারণাই মিথ্যা ও ভুয়া প্রমাণিত হয়ে গেছে। সরকার যে কেবল মাদ্রাসা শিক্ষার ওপরই হাত দিয়েছে তা নয়, শিক্ষাঙ্গনের বিভিন্ন শাখায় যেভাবে যতটুকু হোক, ইসলামী শিক্ষার সুযোগ আছে তাও সংকুচিত করে নিয়ে এসে বন্ধ করে দেয়ার পথ ধরেছে। ইতিমধ্যে তার আলামত জনগণের সামনে প্রকাশও হয়ে পড়েছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে সিলেবাস খাটো করা হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে বন্ধই করে দেয়া হচ্ছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এমন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে যে, সেগুলো নির্দেশ দিয়ে বন্ধ করতে হবে না, আপনাআপনিই বন্ধ হয়ে যাবে। এতদিনের চলে আসা ইসলাম শিক্ষার ক্ষীণ ধারাটিকেও বন্ধ করে দেয়ার সকল আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ-ইসলামিক স্টাডিজ ফোরাম সূত্রে বলা হয়েছে, বর্তমান সরকারের শিক্ষানীতি অনুসারে বাংলাদেশের কলেজগুলোতে এইচএসসি ও ডিগ্রী পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা বিষয় খোলার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। এতদিন বিএসএস অনার্সে সাবসিডিয়ারী হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়টি ছাত্রছাত্রীরা নিতে পারত। এখন তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

এইচএসসি পর্যায়ে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের সকল ছাত্র-ছাত্রী ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়টি চতুর্থ বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারতো কিন্তু বর্তমানে তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এমনকি মানবিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইসলামী শিক্ষা বিষয়টি রাখা হলেও তাকে 'খ' গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত করে এমন একস্থানে রাখা হয়েছে যে, ছাত্রছাত্রীদের সেদিকে নজর পড়ারই কথা নয়। ইসলামী শিক্ষার প্রতি বর্তমান সরকারের বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাবই যদি না থাকবে, তাহলে ইতিপূর্বে যে সকল কলেজে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়টি খোলার জন্য ইন্সপেকশন করা হয়েছিল এবং রিপোর্টও সন্তোষজনক ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সকল কলেজে বিষয়টি খোলার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না কেন?

ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে অনার্স কোর্সে ভর্তির জন্য কলেজ থেকে পাস করা ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এইচএসসি পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা বিষয়টি থাকা শর্ত। ইসলামী শিক্ষা বিষয় না থাকলে সমগোত্রীয় বিষয়

১১-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষীণ ধারা

শেষ পৃষ্ঠার পর

হিসেবে আরবী বিষয়টিকে ধরা হয়েছে। কিন্তু কুরআন, হাদিস, ফিকহ ইত্যাদি যেগুলো ইসলামিক স্টাডিজের বিষয় হিসেবে গণ্য সেগুলোকে ইসলামী শিক্ষার সমগোত্রীয় বিষয় করা হয়নি কেন? আর এ বিষয়গুলো হচ্ছে মাদ্রাসা ছাত্রদের মূল বিষয়। তাহলে কি মাদ্রাসা ছাত্রদের পথ রুদ্ধ করার জন্যই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যার লক্ষ্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করা।

প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষাদানের জন্য এতদিন ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল, তাও বন্ধ করে দেয়ার চক্রান্ত চলছে।

এতদিন মাদ্রাসা ছাত্রদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ ছিল, তাও বন্ধ করার ষড়যন্ত্র চলছে। এভাবে যেসব মেধাবী ছাত্র মাদ্রাসায় তাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষাগ্রহণ করতে চায়, তাদের প্রতিহত করা হচ্ছে যাতে আর কারো মধ্যেই মাদ্রাসা শিক্ষার আগ্রহ অবশিষ্ট না থাকে। সরকার শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে সঙ্গীত চারুকলা প্রভৃতি বিষয় চালু করছে, কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষার পাঠ চুকে দিচ্ছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে এমন এক কৌশল অবলম্বন করে চলেছে— যাতে একই সাথে মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেবার কাজও চলছে। অন্যদিকে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যতটুকু ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, তাও তুলে দিচ্ছে। আজ আর এটা অস্পষ্ট নয়। সরকার কোন পথে চলছে। ধর্মীয় শিক্ষা পরিহার করার যে লক্ষ্য নিয়ে কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট তৈরী হয়েছিল সে লক্ষ্য অর্জনেই সরকার অগ্রসর হচ্ছে। আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত 'থিংক ট্যাংক' সে পরামর্শই সরকারকে দিচ্ছে।